সমকাল

তারিখ 01 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সম্পাদকীয়

জেএসসি ও পিএসসির ফল

শতভাগ পাশের চ্যালেঞ্জ নিতে পারি না?

রাজনৈতিক পরিস্থিতিজনিত বিষাদের মধ্যেও জেএসসি (জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট) ও সমমান এবং পিএসসি (প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট) ও সমমান পরীক্ষার্থীদের পাসের বিপুল হার হরিষই বয়ে এনেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এই মেধাবী মুখদের আমরা অভিনন্দন জানাই। এ দুই পরীক্ষায় পাসের হার গতবারের তুলনায় কয়েক শতাংশ বেড়ে যাওয়া উৎসাহব্যঞ্জক। বিশেষত, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ৯৮ দশমিক ৫৮ হার রাজনৈতিক অস্থিরতা না থাকলে শতভাগে পৌঁছাও অস্বাভাবিক ছিল না বলে আমরা বিশ্বাস করি। দেখা যাচ্ছে, শূন্য পাসের হার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও এবার কমেছে। সূচনাস্তরের এই চিত্র বাংলাদেশে শিক্ষা প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ সূচক। অবশ্য প্রকৃত সাফল্য তখনই আসবে, যখন প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরেপড়ার হার কমানো সম্ভব হবে। আমরা জানি, সরকারের পাশাপাশি বেশ কিছু বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানও ঝরেপড়া শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ে যাওয়া সুযোগবঞ্চিত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এখন সবাই মিলে চেষ্টা চালালে অন্তত আলোচ্য দুই পর্যায়ে শতভাগ বিদ্যালয়গম্যতা ও শতভাগ পাস নিশ্চিত করা কঠিন নয়। আমরা কি এই চ্যালেঞ্জ নিতে পারি? একই সঙ্গে কেবল পাসের হার বৃদ্ধি নয়, শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও যথার্থ যাচাইয়ের দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। এমন নজির অনেক রয়েছে যে, পরীক্ষায় ভালো করার জন্য বিদ্যালয়ের পাঠদানের বাইরেও 'প্রাইভেট' টিউশনির বিপুল ব্যবস্থা করে থাকেন আর্থিকভাবে সক্ষম অভিভাবকরা। পরীক্ষায় ভালো করার চাপে শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক জীবন বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কাও গবেষকরা নানাভাবে প্রকাশ করে আসছেন। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তো বটেই, অভিভাবকরাও বিষয়টি নিয়ে ভাববেন বলে প্রত্যাশা। শহর ও গ্রামে খেলাধুলার ব্যবস্থা ও সময় সংকুচিত হওয়ার কারণে শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ কতখানি ভারসাম্যপূর্ণ হচ্ছে, সেটাও ভাবনা-চিন্তার বিষয়। আমরা মনে করি, জেএসসি, পিএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাসের হারের উর্ধ্বগতি যখন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে, তখন শিশু-কিশোরদের পাঠবহির্ভূত বিষয়াদিতেও নজর দেওয়া হোক।